হায়াতুন্নবী (ছাঃ)

রাসূল (ছাঃ) কি কবরে দুনিয়াবী দেহে জীবিত?
তিনি কি ভক্তের আবেদন শুনতে পান?
তিনি কি সর্বত্র হাযির-নাযির?
তিনি কি গায়েব জানেন?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সূচীপত্র

হায়াতুন্নবী (ছাঃ)

* রাসূল (ছাঃ) কি কবরে দুনিয়াবী দেহে জীবিত?
* তিনি কি সর্বত্র হাযির-নাযির?
* তিনি কি ভক্তের আবেদন শুনতে পান?
* তিনি কি গায়েব জানেন?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.hadeethfoundationbd.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

লেখকের ভূমিকা (مقدمة المؤلف)

১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে ২/১১ সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক ‘দরসে কুরআন’ কলামে নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন দিনাজপুরের সুলেখক আলেম মাওলানা যিল্লুর রহমান নাদভী (১৯২৭-২০১২ খৃ.) প্রবন্ধটি বই আকারে দ্রুত বের করার আবেদন জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। পরে একদিন রাজশাহী ‘দারুল ইমারতে’ এসে তিনি সরাসরি আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে বই আকারে সেটি বের করা হয়নি। দীর্ঘ ২৪ বছর পর আজ যখন কিছুটা বর্ধিত কলেবরে নিবন্ধটি বই আকারে বের হ’তে যাচ্ছে, তখন ঐ হিতাকাংখী আলেম আর দুনিয়াতে নেই। আমরা প্রাণভরে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁর মত আরও বহু শুভাকাংখী ভাই-বোন আমাদের রয়েছেন, যাদের প্রাণের দাবী পূরণ করার শতভাগ ইচ্ছা থাকলেও নানাবিধ কারণে আমরা সময়মত তা পূরণ করতে পারি না। কারণ আল্লাহই সবকিছুর তওফীকদাতা।

আল্লাহ বলেছেন, ‘তিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে? *(মুল্ক-মাক্কী ৬৭/২)*। তিনি স্বীয় রাসূলকে বলেন, ‘নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে’ *(যুমার-মাক্কী ৩৯/৩০)*। তাছাড়া দল-মত নির্বিশেষে সবাই আমরা চাক্ষুষ দেখছি যে, মানুষ মরছে। যার উপরে কারু কোন হাত নেই। ডাক্তার-ঔষধ কোন কিছুই মৃত্যুকে ঠেকাতে পারছে না। ‘জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, চির স্থির কবে নীর এ অবনী পরে’। তাছাড়া যদি কেউ এ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হ’তেন, তাহ’লে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (*ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া সালাম*) চিরস্থায়ী হ’তেন।

কিন্তু আল্লাহ তাঁকেও দুনিয়ায় রাখেননি। কবরে গিয়ে তিনি কারু কোন ভাল-মন্দ করতে পারছেন না। তাঁর কবরের পাশেই মসজিদে নববীতে ইমামতি করা অবস্থায় প্রিয় সাথী ও ২য় খলীফা ওমর (*রাযিয়ালাহু 'আনহু*)-কে আততায়ীর হামলা থেকে তিনি বাঁচাতে পারলেন না। অন্যতম জামাতা ৩য় খলীফা ওছমান (রাঃ)-কে মসজিদে নববীর নিকটস্থ বাসায় বিদ্রোহীদের হামলা ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা করলেন না। যদি কবরে গিয়ে তাঁর কিছু করার ক্ষমতা থাকত, তাহ'লে তিনি স্বীয় উম্মতকে বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতেন। কিন্তু এসবের কিছুই ঘটছে না। ছাহাবায়ে কেরাম থেকেও এরূপ কোন প্রমাণ নেই। অথচ এক শ্রেণীর আলেম কুরআনের অপব্যাখ্যা করে স্রেফ কষ্ট কল্পনার মাধ্যমে হায়াতুন্নবী প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। এর উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য একটাই। হায়াতুন্নবী প্রমাণ করতে পারলে তাদের কল্পিত আউলিয়াদের হায়াত প্রমাণ করা যাবে। আর তাতে তাদের কবরপূজার বিনা পুঁজির ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠবে। এই সুচতুর ভ্রান্তদের হাত থেকে প্রকৃত মুমিনদের বাঁচানোর জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আর আল্লাহই সুপথের হেদায়াতদাতা। অতঃপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবায়ে কেরামের উপর।

পরিশেষে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ এবং তার সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। স্ব স্ব ইখলাছ অনুযায়ী আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন! সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা এবং সৎকর্মশীল পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত
২৩শে নভেম্বর ২০২৩ বৃহস্পতিবার। -লেখক।

بسم الله الرحمن الرحيم

হায়াতুন্নবী (حياة النبى ﷺ)

মক্কায় অবতীর্ণ সূরা যুমার ৩০ আয়াতটি কুরআনের সারগর্ভ আয়াত সমূহের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আবুবকর (রাঃ) শোকাহত ছাহাবীদের সামনে এই আয়াতটি পাঠ করেই তাদের শান্ত করেছিলেন। সেই সাথে তিনি আলে ইমরান ১৪৪ আয়াতটিও পাঠ করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৬৬৮)*। কিন্তু যুগে যুগে মূর্তিপূজারীরা মূর্তির মধ্যে জীবনের কল্পনা করেছে। অন্যদিকে ছূফী নামধারী কিছু মারেফতী ভণ্ড লোক রাসূল (ছাঃ)-এর বরযখী জীবনকে দুনিয়াবী জীবনের সাথে তুলনা করেন। তিনি কবরে রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে বেঁচে আছেন এবং তিনি সবকিছু শুনতে পান ও মানুষের ভাল-মন্দ করতে পারেন বলে ধারণা করেন। উক্ত ভুল ধারণা নিরসনের জন্য নিম্নোক্ত আলোচনার অবতারণা।-

আল্লাহ বলেন,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ- ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ-

ইন্নাকা মাইয়েতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়েতূন'। *'ছুম্মা ইন্নাকুম ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতে তাখতাছিমূন'* (নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে'। 'অতঃপর তোমরা ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের সামনে পরস্পরে ঝগড়া করবে' *(যুমার-মাক্কী ৩৯/৩০-৩১)*।

শাব্দিক ব্যাখ্যা :

(১) **ইন্নাকা মাইয়েতুন (إِنَّكَ مَيِّتٌ)** : 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে'। إِنَّ নিশ্চয়তা বোধক হরফ। এটি অব্যয় হ'লেও ক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। সেকারণ এটি الحروف المشبهة بالفعل-এর অন্তর্ভুক্ত। إسم إِنَّ–كَ ও خبر إِنَّ– مَيِّتً। إِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جمله إسميه হয়েছে।

হাসান বছরী, ফার্রা ও কিসাঈ বলেন, তাশদীদ সহকারে ‘মাইয়েতুন’ (مَيِّتٌ) অর্থ ‘যে মরেনি। তবে সত্বর মৃত্যুবরণ করবে’। পক্ষান্তরে জযম যুক্ত ‘মায়তুন’ (مَيْتٌ) অর্থ ‘যার দেহ থেকে রূহ পৃথক হয়ে গেছে’ অর্থাৎ যে মরে গেছে। যদিও পারিভাষিক ভাবে মৃত মুসলিমকে ‘মাইয়েত’ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে ‘মাইয়েতুন’ বলার কারণ এই যে, রাসূল (ছাঃ) এবং অন্যেরা যে অবশ্যই মারা যাবেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

ইমাম কুরতুবী বলেন, অত্র আয়াতে সম্ভবত ৫টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। (১) আখেরাতের ভয় প্রদর্শন করা। (২) দ্রুত সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করা। (৩) মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। (৪) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে যেন কেউ মতভেদ না করে। যেমন বিগত উম্মতগুলি তাদের নবীদের ব্যাপারে করেছিল। (৫) একথা জানিয়ে দেওয়া যে, মর্যাদাগত পার্থক্য সত্ত্বেও মৃত্যুর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও অন্য সকল সৃষ্টিজগৎ সমান। যাতে সবাই সান্ত্বনা পায় এবং দুঃখ বোধ কম হয়’ *(তাফসীর কুরতুবী)*।

(২) **তাখতাছিমূন** (تَخْتَصِمُوْنَ) **:** ‘তোমরা ঝগড়া করবে’। خُصومة মাদ্দাহ হ’তে উৎপন্ন। باب افتعال থেকে এসেছে। تشارُك-এর خاصه অনুযায়ী আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে ‘তোমরা পরস্পরে ঝগড়া করবে’। ছীগা جمع مذكر حاضر বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف। ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, এর অর্থ কাফের ও মুমিন, যালেম ও মাযলূম ক্বিয়ামতের দিন পরস্পরে ঝগড়া করবে *(কুরতুবী)*।

আয়াত দু’টির ব্যাখ্যা :

মানুষের জীবন দু’ভাবে বিভক্ত। দুনিয়াবী জীবন ও আখেরাতের জীবন। দুনিয়াবী জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানে বান্দা কর্মজগতে সক্রিয় থাকে এবং আখেরাতের জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করে। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। যেখানে বান্দা স্থায়ীভাবে অবস্থান করে ও দুনিয়াবী জীবনে তার ভাল-মন্দ কর্মের ফল ভোগ করে এবং জান্নাত ও জাহান্নাম প্রাপ্ত হয়।

আখেরাতের জীবনের প্রথম সোপান হ'ল কবরের 'বারযাখী জীবন'। এটা মৃত্যুর পর থেকে শুরু হয়ে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রলম্বিত *(মুমিনূন-মাক্কী ২৩/১০০)*। এ সময় তাক্বদীর অনুযায়ী করবে সে জান্নাতের সুবাতাস কিংবা জাহান্নামের প্রাথমিক আযাব ভোগ করতে থাকে। দুনিয়াবী জীবনের উপরে কল্পনা করে আখেরাতের জীবন সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়। মানুষের জ্ঞান এ বিষয়ে শূন্যের কোঠায়। মানুষ কেবল অতটুকুই বলতে পারে, যতটুকু আল্লাহপাক 'অহি' মারফত স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন। যেটা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

এক্ষণে কুরআন ও হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে আমরা কোন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করব। আমাদের নিজস্ব ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুরআন-হাদীছ ব্যাখ্যা করব? নাকি রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের বুঝ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করব এবং নিজেদের বুঝকে সংশোধন করব? এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত বিদ্বান মণ্ডলী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুর রায়'। আহলুল হাদীছগণ কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের বুঝের অনুসারী। তাঁরা সর্বদা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেন ও তার ভিত্তিতে যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব দানে ইজতিহাদের দরজা সকল যুগের যোগ্য আলেমদের জন্য উন্মুক্ত বলে বিশ্বাস করেন। পক্ষান্তরে 'আহলুর রায়'গণ তাঁদের অনুসরণীয় ইমামের ফৎওয়া কিংবা পরবর্তী ফক্বীহদের রচিত উছূলে ফিক্বহ বা ব্যবহারিক আইনসূত্র সমূহের উপরে ভিত্তি করে সমস্যার সমাধান দেন। ফলে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ছহীহ হাদীছের ঊর্ধে ব্যক্তির রায়-কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এমনকি বিদ্বানদের রায়কে অকাট্য ও অবশ্য পালনীয় প্রমাণ করার জন্য ঐসব ফিক্বহী সিদ্ধান্তের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করেন এবং তাক্বলীদ করাকে উম্মতের জন্য ফরযের কাছাকাছি অপরিহার্য বিষয় বলে দাবী করেন। এভাবে সুন্নী বিদ্বানগণ 'মুহাদ্দিছ ফক্বীহ' (فقيه الحديث) এবং 'মাযহাবী ফক্বীহ' (فقيه المذهب) দুই নামে পরিচিত হন। যদিও মাযহাবী ফক্বীহগণ সকল যুগে কখনোই কোন বিষয়ে একমত ছিলেন না। আজও নন। কেননা তারা অহি-র বিধানকে মানদণ্ড না করে মানুষের রায়কে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

আলোচ্য 'হায়াতুন্নবী (ছাঃ)'-এর বিষয়েও উপরোক্ত দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল রয়েছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুল রায়' বিদ্বানগণের এ বিষয়ে সাধারণ ঐক্যমত রয়েছে যে, শহীদ ও নবীগণের মৃত্যু পরবর্তী জীবন মৃত্যু পূর্ববর্তী দুনিয়াবী জীবন নয়। বরং সেটি হ'ল 'বারযাখী জীবন'। সেখানে তাঁরা সেই জীবন মোতাবেক রূযী পেয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যতটুকু যেভাবে বর্ণিত আছে, ততটুকুতে সেভাবেই তাঁরা বিশ্বাস পোষণ করেন। এমনকি জনৈক বিদ্বানের মতে উম্মতের দশ জন ব্যক্তিও হবেন না, যারা নবী ও শহীদগণের বরযখী জীবনকে দুনিয়াবী জীবনের ন্যায় বলে মনে করেন। অথচ একেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সম্মিলিত আক্বীদা বলে সুন্নী নামধারী কিছু আলেম মত প্রকাশ করেছেন ও কালি-কলম খরচ করেছেন। এক্ষণে আমরা উপরে বর্ণিত আয়াতের আলোকে বিষয়টির উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করব।-

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে এবং তাঁর পক্ষ-বিপক্ষ সকল মানুষকে 'মাইয়েত' বা মরণশীল (Mortal) বলে অভিহিত করেছেন। আর এটি একটি চিরন্তন সত্য ও সর্ববাদী সম্মত কথা। আস্তিক-নাস্তিক, ধার্মিক-অধার্মিক সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সকল প্রাণী মরণশীল। মানুষও মরণশীল। উক্ত আয়াতে সে কথারই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর মুমিন-কাফির, যালেম-মযলূম সকলে ক্বিয়ামতের দিন পরস্পরের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে স্ব স্ব অভিযোগ পেশ করবে। যুবায়ের (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয়, তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! দুনিয়াতে আমরা যেসব গোনাহ করেছি, এমনকি বিশেষ বিশেষ গোনাহ সমূহ, সবই কি পুনরায় উঠানো হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যাতে প্রত্যেক হকদার তার হক যথাযথভাবে পেয়ে যায়। তখন যুবায়ের (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! বিষয়টি খুবই কঠিন (وَاللهِ إِنَّ الأَمْرَ لَشَدِيدٌ)। অনুরূপভাবে যখন সূরা 'তাকাছুর' নাযিল হয় ও বলা হয় ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ– 'অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন